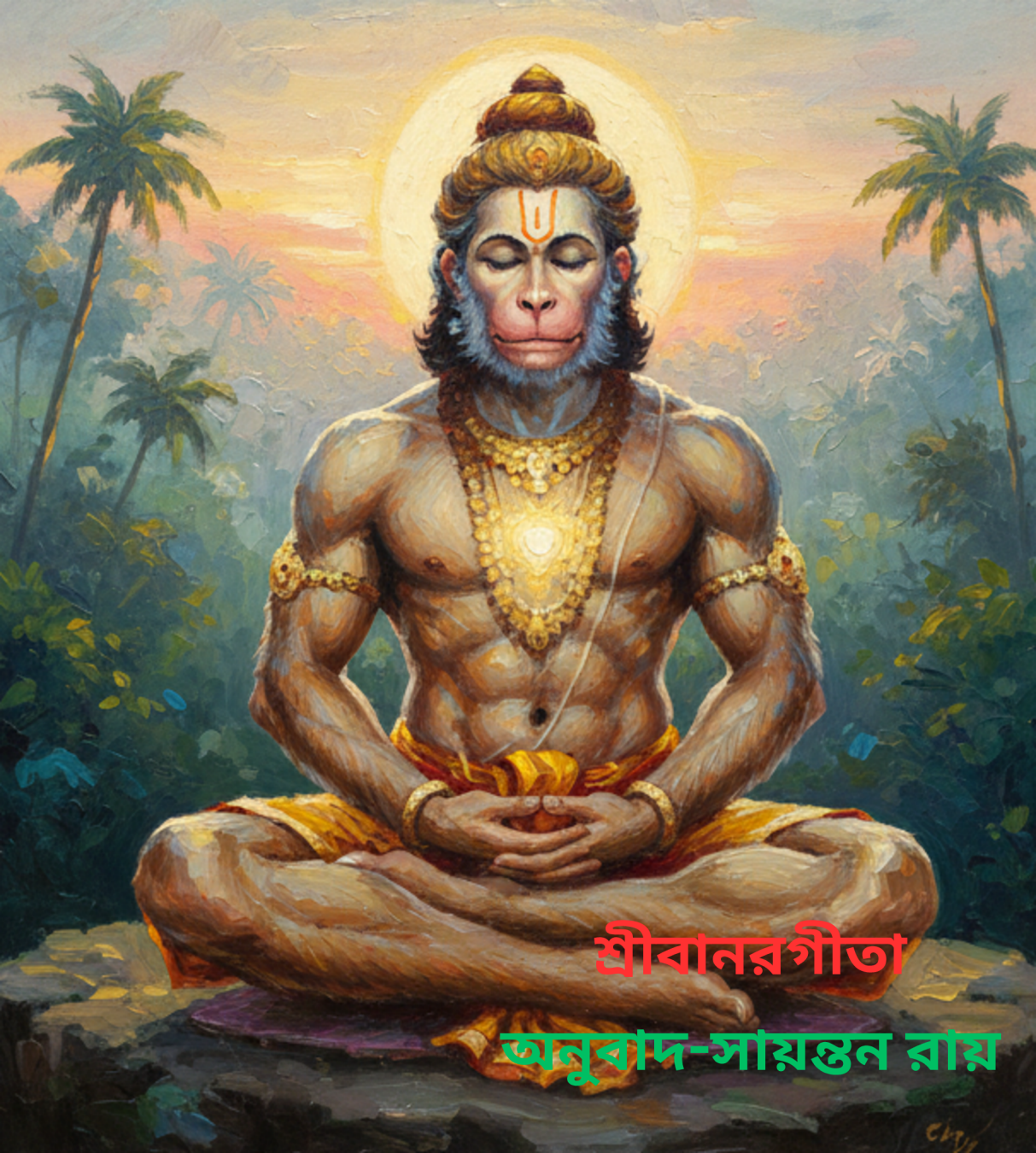
শ্রীবানরগীতা
অনুবাদ-সায়ন্তন রায়

শ্রীবানরগীতা শ্রীপরাশরসংহিতায়াম্

শ্রীপরাশর উবাচ ।
শৃণু মৈত্রেয় বিপ্রর্ষে স্তোত্রং শ্রীহনুমৎপরম্ ।
কৃতং সর্ববানরৈশ্চ শ্রীবানরগীতাভিদম্ ॥

স্তোত্রং সর্বোত্তমং চৈব হনুমত্তত্ত্বদর্শনম্ ।
সর্বমায়হরং চৈব আধিব্যাধিবিনাশনম্ ॥

অগস্ত্যেন পুরা প্রোক্তং সর্বেষাং মুনিসন্নিধৌ ।
ইন্দ্রেণ যাচিতং চৈতৎ লোকোপকরণেচ্ছয়া ॥

ইন্দ্রোঽথ পরিপপ্রচ্ছ সৎকৃতং মুনিপুঙ্গবম্ ।
অগস্ত্যং চ মহাত্মানং আসীনং চ সুখাসনে ॥

দেবদেব ভবাম্ভোধেঃ দুস্তরাৎকলুষেন্দ্রিয়াঃ ।
জনাঃ কথং তরন্তীহ তন্মে বদ কৃপানিধে ॥

শ্রী অগস্ত্য উবাচ ।
হনূমন্তং কৃতস্তোত্রং বানরৈর্বিমলাত্মভিঃ ।
পঠন্তি যে সদা মর্ত্যাঃ তচ্চিত্তবিমলাত্মকাঃ ॥

তরন্তি ভবপাদোধিং প্রাপ্নুবন্তি হরেঃ পদম্ ।
আয়ুঃ কীর্তির্যশশ্চৈব লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

ওঁ অস্য শ্রীবানরগীতাস্তোত্রমন্ত্রস্য - অগস্ত্য ঋষিঃ
জগতী ছন্দঃ - শ্রীহনুমান্ দেবতা - মারুতাত্মজ ইতি বীজং -
অঞ্জনাসূনুরিতি শক্তিঃ - বায়ুপুত্র ইতি কীলকং -
শ্রীহনুমৎপ্রসাদসিধ্যর্থে বিনিয়োগঃ ॥

ধ্যানম্ ।
বামে জানুনি বামজানুমপরং জ্ঞানাখ্যমুদ্রান্বিতং
হৃদ্দেশে কলয়ন্নুতো মুনিগণৈরধ্যাত্মদক্ষেক্ষণঃ ।
আসীনঃ কদলীবনে মণিময়ে বালার্ককোটিপ্রভঃ
ধ্যায়ন্ ব্রহ্ম পরং করোতু মনসা শুদ্ধিং হনূমান্ মম ॥

সঞ্জীব পর্বতোদ্ধার মনোদুঃখং নিবারয় ।
প্রসীদ সুমহাবাহো ত্রায়স্ব হরিসত্তম ॥

শ্রীসুগ্রীব উবাচ ।
সুবর্ণশৈলস্য গবাং চ কোটিশতস্য কোটেশ্চ শতস্য যৎফলম্ ।
দানস্য নৈবাস্তি সমং ফলং চ ধ্রুবং চ তন্মারুতিদর্শনেন ॥ ১॥

শ্রীগন্ধমাদনঃ উবাচ ।

হনুমন্নিতি মে স্নানং হনুমন্নিতি মে জপঃ ।
হনুমন্নিতি মে ধ্যানং হনুমৎকীর্তনং সদা ॥ ২॥

শ্রীসুষেণ উবাচ ।
রামভক্তচরিতকথামৃতং বায়ুতনয়গুণানুকীর্তনম্ ।
রামদাস তব পাদসেবনং সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি ॥ ৩॥

শ্রী অঙ্গদ উবাচ ।
মাতা সুবর্চলাদেবী পিতা মে বায়ুনন্দনঃ ।
বান্ধবা হনুমদ্ভক্তাঃ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪॥

শ্রীনীল উবাচ ।
ভক্তকল্পতরুং সৌম্যং লোকোত্তরগুণাকরম্ ।
সুবর্চলাপতিং বন্দে মারুতিং বরদং সদা ॥ ৫॥

শ্রীগবাক্ষ উবাচ ।
বায়ুপুত্রেণ মহতা যদ্যদুক্তং করোমি তৎ ।
ন জানামি ততো ধর্মং মদ্ধর্মং রক্ষ মাং সদা ॥ ৬॥

শ্রীমৈন্দ উবাচ ।
সমীরসূতে সততং ত্বদাজ্ঞয়া ত্বদংশকঃ প্রেরিতমানসেন্দ্রিয়ঃ ।
করোম্যহং যচ্চ শুভাশুভং প্রভো ত্বৎপ্রীতয়ে মৎকৃতমস্তু তৎসদা ॥ ৭॥

শ্রীদ্বিবিদ উবাচ ।
রামাদীনাং রণে খ্যাতিং দাতুং যো রাবণাদিকান্ ।
নাবধীৎস্বয়মেবৈকস্তং বন্দে হনুমৎপ্রভুম্ ॥ ৮॥

শ্রীশরভ উবাচ ।
ভৌমস্য বাসরে পূজা কর্তব্যা হনুমৎপ্রভোঃ ।
ভবেৎসঃ শুচিরায়ুঃ শ্রীঃ পুত্রমিত্রকলত্রবান্ ॥ ৯॥

শ্রীগবয়ঃ
আমিষীকৃতমার্তাণ্ডং গোষ্পদীকৃতসাগরম্ ।
তৃণীকৃতদশগ্রীবং আঞ্জনেয়ং নমাম্যহম্ ॥ ১০॥

শ্রীপ্রহস্তঃ
উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধোঃ সলিলং সলীলং যশ্শোকবহ্নিং জনকাত্মজায়াঃ ।
আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কাং নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ॥ ১১॥

শ্রীনল উবাচ ।
নমাম্যহং বায়ুজপাদপঙ্কজং করোমি তদ্বায়ুজপূজনং সদা ।
বদামি বাতাত্মজনাম মঙ্গলং স্মরামি বায়ূদ্ভবকীর্তনং শুভম্ ॥ ১২॥

শ্রীধর্মক উবাচ ।
সপ্তষষ্টির্হতান্ কোটিবানরাণাং তরস্বিনাম্ ।
যঃ সঞ্জীবনয়ামাস তং বন্দে মারুতাত্মজম্ ॥ ১৩॥

শ্রীগজ উবাচ ।

তনৌ বালপাশঃ পিতা পার্বতীশঃ
স্ফুরদ্বাহুদণ্ডো মুখে বজ্রদংষ্ট্রঃ ।
সতী চাঞ্জনা যস্য মাতা ততোঽন্যং
ন জানে ন জানে ন জানে ন জানে ॥ ১৪॥

শ্রীঋক্ষরাজ উবাচ ।
বুদ্ধির্বলং যশো ধৈর্যং নির্ভয়ত্বমরোগতা ।
অজাড্যং বাক্পটুত্বং চ হনুমৎস্মরণাদ্ভবেৎ ॥ ১৫॥

শ্রীসম্পাতিরুবাচ ।
নাশকং সীতাশোকস্য শ্রীরামানন্দদায়িনম্ ।
সুখপ্রদং সাধকানাং বায়ুপুত্রং নমাম্যহম্ ॥ ১৬॥

শ্রীবেগবানুবাচ ।
অঞ্জনাবরপুত্রায় রামেষ্টায় হনূমতে ।
সর্বলোকৈকবীরায় ব্রহ্মরূপায় তে নমঃ ॥ ১৭॥

শ্রীরুদ্রগ্রীব উবাচ ।
হনূমৎসদৃশং দৈবং নাস্তি নাস্তীতি ভূতলে ।
তং পূজয়ন্তি সততং ব্রহ্মা-গৌরী-মহেশ্বরাঃ ॥ ১৮॥

শ্রীদধিমুখঃ
আলোড্য বেদশাস্ত্রাণি সর্বাণ্যপি মহর্ষিভিঃ ।
ইদমেকং সুনির্ণীতং ন দৈবং হনুমৎপরম্ ॥ ১৯॥

শ্রীসুদংষ্ট্র উবাচ ।
মঙ্গলং হনুমন্নিত্যং মঙ্গলং কপিপুঙ্গব ।
মঙ্গলং চাঞ্জনাসূনো মঙ্গলং রাঘবপ্রিয় ॥ ২০॥

শ্রীঋষভ উবাচ ।
করুণারসপূর্ণায় জগদানন্দহেতবে ।
কুক্ষিস্থাখিললোকায় হনূমদ্ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২১॥

শ্রীপৃথুরুবাচ ।
দাতা দাপয়িতা চৈব সংহর্তা রক্ষকস্তথা ।
প্রেরকশ্চানুমোদকশ্চ কর্তা ভোক্তা কপীশ্বরঃ ॥ ২২॥

শ্রীজাম্ববান্ উবাচ ।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নাম বিহায় হনুমন্ তব ।
সংসরন্তি জনা মূঢাঃ কিং বিচিত্রমতঃপরম্ ॥ ২৩॥

শ্রীজ্যোতির্মুখ উবাচ ।
মৎপ্রার্থনাফলমিদং মম জন্মনশ্চ
নেচ্ছামি কিঞ্চিদপরং হনুমন্ মহাত্মন্ ।
ত্বদ্দাসদাসজনপাদরজোনিকেত\-
মস্মদ্ধিতো ভবতু সেবকপারিজাত ॥ ২৪॥

শ্রীসুমুখ উবাচ ।

রসনে রসসারজ্ঞে মধুরাস্বাদকাঙ্ক্ষিণি ।
হনুমন্নামপীযূষং সর্বদা রসনে পিব ॥ ২৫॥

শ্রীগোলাঙ্গূল উবাচ ।
কুতো দুর্দিনং বা কুতো ভৌমবারঃ
কুতো বৈধৃতিস্তস্য ভদ্রা কথং বা ।
কুতো বা ব্যতীপাতদোষক্ষুতং বা
হনূমৎপদধ্যানবীতাশুভস্য ॥ ২৬॥

শ্রীকুমুদ উবাচ ।
ত্রাতারো ভুবি পাদাশ্চ মার্গাশ্চ রসনে তব ।
হনূমন্নির্মিতাস্সন্তি জনানাং হীনতা কুতঃ ॥ ২৭॥

শ্রীশতবলিরুবাচ ।
ধন্যোস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি পুণ্যোঽস্মি মহিতোঽস্ম্যহম্ ।
হনুমন্ ত্বৎপদাম্ভোজসেবাবিভবযোগতঃ ॥ ২৮॥

শ্রীকেসরিরুবাচ ।
ত্বত্তোঽন্যঃ শরণং নাস্তি ত্বমেব মম রক্ষকঃ ।
অতো ময়ি কৃপাদৃষ্ট্যা হনুমন্ রক্ষ মাং সদা ॥ ২৯॥

শ্রীমারীচ উবাচ ।
সদা পাপৌঘনিষ্ঠূতং পাপেষু হৃষ্টমানসম্ ।
পাপাত্মানং মহাপাপং রক্ষ মাং হনুমৎপ্রভো ॥ ৩০॥

শ্রীতরুণ উবাচ ।
হনূমদাজ্ঞয়া যচ্চ ভাবি তদ্ভবতি ধ্রুবম্ ।
যদভাবি ন তদ্ভাবি বৃথা দেহপরিশ্রমঃ ॥ ৩১॥

শ্রীগোমুখ উবাচ ।
অপরাধশতং নিত্যং কুর্বাণং মাং নৃশংসকম্ ।
ক্ষমস্ব দাসবুধ্যা ত্বং হনুমন্ করুণানিধে ॥ ৩২॥

শ্রীপনস উবাচ ।
হনুমতো ন পরং পরমার্থতো হনুমতো ন পরং পরমার্থতঃ ।
ইতি বদামি জনান্ পরমার্থতো ন হি পরং ভবতোঽত্র বিচক্ষণঃ ॥ ৩৩॥

শ্রীসুষেণ উবাচ ।
মাতা হনূমাংশ্চ পিতা হনূমান্ ভ্রাতা হনূমান্ ভগিনী হনূমান্ ।
বিদ্যা হনূমান্ দ্রবিণং হনূমান্ স্বামী হনূমান্ সকলং হনূমান্ ॥ ৩৪॥

শ্রীহরিলোম উবাচ ।
ইতো হনূমান্ পরতো হনূমান্ যতো যতো যামি ততো হনূমান্ ।
হনূমতোঽন্যং ননু নাস্তি কিঞ্চিৎ ততো হনূমান্ তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩৫॥

শ্রীরঙ্গ উবাচ ।
যদ্বর্ণপদমাত্রাভিঃ সহসোচ্চারণো ভবেৎ ।
ক্ষমস্ব তৎকৃপাদৃষ্ট্যা হনূমন্ প্রণতোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩৬॥

শ্রীবিধুষ্ট উবাচ ॥

হনূমান্ রক্ষতু জলে স্থলে রক্ষতু বায়ুজঃ ।
অটব্যাং বায়ুপুত্রস্তু সর্বতঃ পাতু মারুতিঃ ॥ ৩৭॥

ফলশ্রুতিঃ ।
ইতীদং বানরপ্রোক্তং সর্বপাপহরং বরম্ ।
সর্বজ্ঞানপ্রদং চৈব সর্বসৌভাগ্যবর্ধনম্ ॥

ইমাং বানরগীতাং যে পঠন্তি শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ ভোগাংশ্চ লভন্তে ক্ষণমাত্রতঃ ॥

ঐশ্বর্যং শাশ্বতং চৈব সুস্থিরাঃ সম্পদস্তথা ।
আয়ুর্দীর্ঘং চ কীর্তিং চ প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥

ইহ ভুক্ত্বাখিলান্ কামান্ আঞ্জনেয়প্রসাদতঃ ।
গচ্ছন্ত্যন্তে পদং নিত্যং পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ॥

ইতি শ্রীপরাশরসংহিতায়াং পরাশরমৈত্রেয়সংবাদে
শ্রীবানরগীতা নাম ষট্সপ্ততিতমঃ পটলঃ ॥

শ্রীপরাশর সংহিতার 'শ্রীবানরগীতা' স্তোত্রের সম্পূর্ণ বাংলা অর্থ নিচে দেওয়া হলো:

ভূমিকা (শ্রীপরাশর উবাচ)

শ্রীপরাশর বললেন: হে মৈত্রেয় বিপ্রর্ষি, হনুমানের উদ্দেশ্যে রচিত, সমস্ত বানর কর্তৃক গীত 'শ্রীবানরগীতা' নামক স্তোত্রটি শ্রবণ করুন।

এই স্তোত্রটি হলো সর্বোত্তম, হনুমত্তত্ত্বের দর্শনকারী, সমস্ত মায়া হরণকারী এবং আধি-ব্যাধি বিনাশকারী।

পূর্বে মুনিদের সান্নিধ্যে অগস্ত্য মুনি এই স্তোত্র বলেছিলেন। লোকহিতের ইচ্ছায় ইন্দ্রদেবও এটি প্রার্থনা করেছিলেন।

ইন্দ্রদেব তখন সুখাসনে আসীন মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলেন:

হে দেবদেব! এই দুর্গম ভবসমুদ্র থেকে কলুষিত ইন্দ্রিয়যুক্ত মানুষ কিভাবে পার হতে পারে, হে কৃপানিধি, তা আমাকে বলুন।

ফলশ্রুতি (শ্রী অগস্ত্য উবাচ)

শ্রী অগস্ত্য বললেন: নির্মল চিত্ত বানরদের দ্বারা কৃত হনুমানের এই স্তোত্র যারা সর্বদা পাঠ করেন, সেই নির্মলচিত্ত মানুষরা—

ভবসমুদ্র পার হন এবং শ্রীহরির পরম পদ লাভ করেন। তাঁদের আয়ু, কীর্তি ও যশ লাভ হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সংকল্প ও ধ্যান

ওঁ এই শ্রীবানরগীতা স্তোত্রমন্ত্রের — অগস্ত্য ঋষি; জগতী ছন্দ; শ্রীহনুমান্ দেবতা; মারুতাত্মজ (পবনের পুত্র) বীজ; অঞ্জনাসূনু (অঞ্জনার পুত্র) শক্তি; বায়ুপুত্র (বায়ুর পুত্র) কীলক; শ্রীহনুমানের প্রসাদ সিদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা হচ্ছে।

ধ্যান

যিনি বাম জানুর উপর বাম জানু রেখে জ্ঞানমুদ্রা সহকারে হৃদয়ে ধারণ করছেন, মুনিগণ যাঁকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখেন, যিনি মণিময় কদলী-বনে উপবিষ্ট, কোটি বালসূর্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সেই হনুমান্ পরব্রহ্মকে ধ্যান করে আমার মনকে শুদ্ধ করুন।

সঞ্জীবনী পর্বত উত্তোলনকারী, মনের দুঃখ নিবারণকারী, হে মহাবাহু! প্রসন্ন হোন, হে হরিসত্তম (বানরশ্রেষ্ঠ)! আমাকে রক্ষা করুন।

বানরদের উক্তি

১. শ্রীসুগ্রীব উবাচ

সুগ্রীব বললেন: সুবর্ণশৈল (সুবর্ণ পর্বত) দান করার এবং শত কোটি গাভী ও শত কোটি অর্থের দান করার যে ফল, সেই ফলও মারুতির দর্শন লাভের সমান নয়—এটি ধ্রুব সত্য।

২. শ্রীগন্ধমাদনঃ উবাচ

গন্ধমাদন বললেন: ‘হনুমান্’—এই আমার স্নান, ‘হনুমান্’—এই আমার জপ, ‘হনুমান্’—এই আমার ধ্যান এবং সর্বদা ‘হনুমান্’-এর কীর্তন।

৩. শ্রীসুষেণ উবাচ

সুষেণ বললেন: হে রামদাস! রামভক্তের চরিতকথার অমৃত এবং বায়ুপুত্রের গুণকীর্তন, আর আপনার পাদসেবা যেন আমার জন্মে জন্মে হয়।

৪. শ্রী অঙ্গদ উবাচ

অঙ্গদ বললেন: আমার মাতা সুবর্চলা দেবী, পিতা বায়ুনন্দন (হনুমান), আমার বান্ধব হলেন হনুমানের ভক্তেরা, আর আমার স্বদেশ হলো ত্রিভুবন।

৫. শ্রীনীল উবাচ

নীল বললেন: ভক্তদের কাছে কল্পতরু স্বরূপ, শান্ত, লোকোত্তর গুণের আকর, সুবর্চলার পতি, সর্বদা বরদানকারী মারুতিকে (হনুমানকে) আমি বন্দনা করি।

৬. শ্রীগবাক্ষ উবাচ

গবাক্ষ বললেন: মহাবল বায়ুপুত্র (হনুমান) যা যা আদেশ করেন, আমি তাই করি। আমি এছাড়া অন্য কোনো ধর্ম জানি না। হে প্রভু, আমার ধর্ম রক্ষা করে আমাকে সর্বদা রক্ষা করুন।

৭. শ্রীমৈন্দ উবাচ

মৈন্দ বললেন: হে সমীরপুত্র (বায়ুর পুত্র)! আপনার অংশভূত আমি সর্বদা আপনার আজ্ঞায় প্রেরিত মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু শুভ বা অশুভ কাজ করি, হে প্রভু! তা যেন সর্বদা আপনার প্রীতির জন্যই হয়।

৮. শ্রীদ্বিবিদ উবাচ

দ্বিবিদ বললেন: যিনি রামাদির যুদ্ধে খ্যাতি দান করার জন্য একাই রাবণাদিকে বধ করলেন না, সেই প্রভু হনুমানকে আমি বন্দনা করি।

৯. শ্রীশরভ উবাচ

শরভ বললেন: মঙ্গলবার (ভৌমস্য বাসরে) হনুমান প্রভুর পূজা করা উচিত। তাতে সেই ব্যক্তি পবিত্র, দীর্ঘায়ু, ধন-সম্পদ ও পুত্র-মিত্র-কলত্রবান হন।

১০. শ্রীগবয়ঃ

গবয় বললেন: যিনি সূর্যকে (মার্তণ্ড) মাংসপিণ্ড বলে মনে করে খেতে গিয়েছিলেন, যিনি সাগরকে গরুর পায়ের চিহ্নের গর্তের জলের (গোষ্পদ) মতো করে পার হয়েছিলেন, যিনি দশগ্রীব রাবণকে তৃণের মতো তুচ্ছ করেছিলেন, সেই অঞ্জনার পুত্রকে আমি নমস্কার করি।

১১. শ্রীপ্রহস্তঃ

প্রহস্ত বললেন: যিনি ক্রীড়াবশতঃ সমুদ্রের জল উল্লঙ্ঘন করেছিলেন, যিনি জনকাত্মজা সীতার শোক-বহ্নি গ্রহণ করে সেই অগ্নি দ্বারাই লঙ্কা দগ্ধ করেছিলেন, সেই অঞ্জনার পুত্রকে আমি হাত জোড় করে নমস্কার করি।

১২. শ্রীনল উবাচ

নল বললেন: আমি বায়ু-জাতের পাদপদ্মে নমস্কার করি, আমি সর্বদা সেই বায়ু-জাতের পূজা করি। আমি বায়ুপুত্রের মঙ্গল নাম উচ্চারণ করি এবং বায়ু থেকে উৎপন্ন হনুমানের শুভ কীর্তন স্মরণ করি।

১৩. শ্রীধর্মক উবাচ

ধর্মক বললেন: যিনি যুদ্ধে নিহত সাতষট্টি কোটি পরাক্রমশালী বানরদের সঞ্জীবনী দ্বারা জীবন দান করেছিলেন, সেই বায়ুপুত্রকে আমি বন্দনা করি।

১৪. শ্রীগজ উবাচ

গজ বললেন: যাঁর শরীরে বজ্র-পাশ (শক্তিশালী বন্ধন), পিতা পার্বতীপতি শিব, যাঁর বাহুদণ্ড স্ফূর্তিযুক্ত, মুখে বজ্রদাঁত এবং মাতা সতী অঞ্জনা, তাঁকে ছাড়া আমি আর কাউকে জানি না, জানি না, জানি না, জানি না।

১৫. শ্রীঋক্ষরাজ উবাচ

ঋক্ষরাজ বললেন: বুদ্ধি, বল, যশ, ধৈর্য, নির্ভয়তা, নীরোগতা, জড়তাহীনতা এবং বাকপটুত্ব—এসবই হনুমানকে স্মরণ করলে লাভ হয়।

১৬. শ্রীসম্পাতিরুবাচ

সম্পাতি বললেন: যিনি সীতার শোকের নাশক, শ্রীরামের আনন্দদাতা, এবং সাধকদের সুখপ্রদ, সেই বায়ুপুত্রকে আমি নমস্কার করি।

১৭. শ্রীবেগবানুবাচ

বেগবান্ বললেন: অঞ্জনার শ্রেষ্ঠ পুত্র, রামের ইষ্ট (প্রিয়), হনুমান, সর্বলোকের একমাত্র বীর এবং ব্রহ্মস্বরূপ—আপনাকে নমস্কার।

১৮. শ্রীরুদ্রগ্রীব উবাচ

রুদ্রগ্রীব বললেন: হনুমানের মতো দেবতা পৃথিবীতে নেই, নেই। ব্রহ্মা, গৌরী এবং মহেশ্বরও সর্বদা তাঁর পূজা করেন।

১৯. শ্রীদধিমুখঃ

দধিমুখ বললেন: মহর্ষিরা সমস্ত বেদশাস্ত্র আলোড়ন করে এই একটাই সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, হনুমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেবতা আর নেই।

২০. শ্রীসুদংষ্ট্র উবাচ

সুদংষ্ট্র বললেন: হে হনুমান! আপনি নিত্য মঙ্গলস্বরূপ। হে বানরশ্রেষ্ঠ! আপনি মঙ্গলস্বরূপ। হে অঞ্জনার পুত্র! আপনি মঙ্গলস্বরূপ। হে রাঘবপ্রিয়! আপনি মঙ্গলস্বরূপ।

২১. শ্রীঋষভ উবাচ

ঋষভ বললেন: করুণারসে পূর্ণ, জগৎকে আনন্দদানের হেতু, এবং যার কুক্ষি (পেটের) মধ্যে সমস্ত লোক রয়েছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ হনুমানকে নমস্কার।

২২. শ্রীপৃথুরুবাচ

পৃথু বললেন: বানরদের অধীশ্বর (কপীশ্বর) হনুমানই দাতা, দাপয়িতা, সংহার কর্তা, রক্ষক, প্রেরক, অনুমোদক, কর্তা এবং ভোক্তা।

২৩. শ্রীজাম্ববান্ উবাচ

জাম্ববান্ বললেন: হে হনুমান! আপনার মুক্তি ও ভোগ প্রদানকারী নাম ত্যাগ করে মূঢ় লোকেরা সংসারে ঘোরাফেরা করে! এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী হতে পারে?

২৪. শ্রীজ্যোতির্মুখ উবাচ

জ্যোতির্মুখ বললেন: হে মহাত্মা হনুমান! আমার প্রার্থনার ফল এবং আমার জন্মের সার্থকতা—এই ছাড়া আর কিছু আমি চাই না। আপনার দাসের দাসদের পাদরজোনিকেত (চরণধূলির আলয়) সেবক-পারিজাত (সেবকদের কাছে কল্পতরু) আমার জন্য কল্যাণকর হোন।

২৫. শ্রীসুমুখ উবাচ

সুমুখ বললেন: হে রসনারস-সারজ্ঞ (মিষ্টি স্বাদের সার জানেন যিনি), হে মধুর আস্বাদনাকাঙ্ক্ষী (মিষ্টি আস্বাদন করতে চান যিনি)! তুমি সর্বদা হনুমানের নামরূপ অমৃত পান করো।

২৬. শ্রীগোলাঙ্গূল উবাচ

গোলাঙ্গূল বললেন: হনুমানের পাদপদ্ম ধ্যান করে যিনি সমস্ত অশুভত্ব থেকে মুক্ত হন, তাঁর কাছে খারাপ দিন (দুর্দিন) কোথায়? মঙ্গলবারের দোষ কোথায়? বৈধৃতি যোগ বা ব্যতীপাত দোষজনিত অশুভ কোথায়? তাঁর সবটাই ভালো (ভদ্রা)।

২৭. শ্রীকুমুদ উবাচ

কুমুদ বললেন: পৃথিবীতে হনুমানের দ্বারা নির্মিত ত্রাতা স্বরূপ পদচিহ্ন (পাদ) এবং পথ (মার্গ) রয়েছে, তবে মানুষের দীনতা কেন?

২৮. শ্রীশতবলিরুবাচ

শতবলি বললেন: হনুমান, আপনার পাদপদ্মের সেবা লাভের সৌভাগ্য হওয়ার কারণে আমি ধন্য, অনুগ্রহীত, পূণ্যবান এবং পূজিত হয়েছি।

২৯. শ্রীকেসরিরুবাচ

কেসরি বললেন: আপনি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয় নেই, আপনিই আমার রক্ষক। অতএব, হে হনুমান! কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সর্বদা আমাকে রক্ষা করুন।

৩০. শ্রীমারীচ উবাচ

মারীচ বললেন: সর্বদা পাপের সমষ্টিতে স্থিত, পাপে হৃষ্টমন (খুশি), পাপাত্মা এবং মহাপাপী—আমাকে হে হনুমান প্রভু! রক্ষা করুন।

৩১. শ্রীতরুণ উবাচ

তরুণ বললেন: হনুমানের আজ্ঞায় যা ভবিতব্য (যা হবে) তা নিশ্চিতভাবেই হবে। যা ভবিতব্য নয় তা হবে না, তাই বৃথা দেহের পরিশ্রম করা উচিত নয়।

৩২. শ্রীগোমুখ উবাচ

গোমুখ বললেন: হে করুণানিধি হনুমান! আমি নির্দয় হলেও প্রতিদিন শত শত অপরাধ করি। আপনি দাস মনে করে আমাকে ক্ষমা করুন।

৩৩. শ্রীপনস উবাচ

পনস বললেন: পরমার্থত হনুমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই, পরমার্থত হনুমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। বিচক্ষণদের মধ্যে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এখানে আর কেউ নেই, এই কথা আমি জনগণকে পরমার্থত বলছি।

৩৪. শ্রীসুষেণ উবাচ

সুষেণ বললেন: আমার মাতা হনুমান, পিতা হনুমান, ভ্রাতা হনুমান, ভগিনী হনুমান। আমার বিদ্যা হনুমান, ধন হনুমান, স্বামী হনুমান, আমার সবকিছুই হনুমান।

৩৫. শ্রীহরিলোম উবাচ

হরিলোম বললেন: এদিকটায় হনুমান, ওদিকটায় হনুমান, আমি যেখানে যেখানে যাই, সেখানেই হনুমান। হনুমান ছাড়া সত্যিই আর কিছুই নেই, তাই আমি সেই হনুমানের শরণাগত হই।

৩৬. শ্রীরঙ্গ উবাচ

রঙ্গ বললেন: হে হনুমান! দ্রুত উচ্চারণ করার সময় বর্ণ, পদ অথবা মাত্রার যে ত্রুটি ঘটে, কৃপাদৃষ্টি দ্বারা তা ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে প্রণাম করি।

৩৭. শ্রীবিধুষ্ট উবাচ

বিধুষ্ট বললেন: হনুমান জলে রক্ষা করুন, স্থলে রক্ষা করুন, বায়ুপুত্র অরণ্যে (অটব্যাং) রক্ষা করুন এবং মারুতি সর্বত্র আমাকে রক্ষা করুন।

ফলশ্রুতি (পুনরায়)

সমস্ত বানর কর্তৃক উক্ত এই শ্রেষ্ঠ স্তোত্র সমস্ত পাপ হরণকারী, সমস্ত জ্ঞান প্রদানকারী এবং সমস্ত সৌভাগ্য বর্ধনকারী।

যারা শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এই বানরগীতা পাঠ করেন, তারা মুহূর্তের মধ্যে পুত্র, পৌত্র ও ভোগ লাভ করেন।

তারা চিরস্থায়ী ঐশ্বর্য, সুস্থির সম্পদ, দীর্ঘ আয়ু এবং কীর্তি লাভ করেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

অঞ্জনার পুত্রের কৃপায় ইহলোকে সমস্ত কামনা ভোগ করার পর, তারা অন্তে পুনরাবৃত্তি-বর্জিত (মোক্ষ) নিত্য পদ লাভ করেন।

ইতি শ্রীপরাশরসংহিতায়াং পরাশরমৈত্রেয়সংবাদে শ্রীবানরগীতা নাম ষট্সপ্ততিতমঃ পটলঃ।

(এই হলো শ্রীপরাশর সংহিতায় পরাশর ও মৈত্রেয়ের সংলাপে শ্রীবানরগীতা নামক ৭৬তম অধ্যায়।)